সূত্র: এলএফএমইএবি/এজিএম/প্রেস রিলিজ/১৬২/২০১৮
তারিখ: রবিবার, ১২ আগস্ট, ২০১৮ইং

এলএফএমইএবি-এর ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আজ রবিবার, ১২ আগস্ট, ২০১৮ইং তারিখে লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার মানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (এলএফএমইএবি)-এর ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (অর্থবছর: ২০১৭-১৮) ঢাকার গুলশানস্থ দি ওয়েস্টিন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন এলএফএমইএবি-এর প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ সায়ফুল ইসলাম। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল মোমেন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব নাসির খান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মাদ নাজমুল হাসান সোহেল, পরিচালক জনাব এম আনিসুর রাজ্জাক, পরিচালক জনাব জিয়াউর রহমান এবং উপদেষ্টা সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর প্রমুখ।

এলএফএমইএবি-এর প্রেসিডেন্ট উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন এবং এসোসিয়েশনের বার্ষিক প্রতিবেদন (অর্থবছর: ২০১৭-১৮) পেশ করেন। এলএফএমইএবি-এর প্রেসিডেন্ট স্থানীয় ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, এই শিল্পের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা, কৌশলগত সুবিধা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এসোসিয়েশনের গৃহীত নানা পদক্ষেপসমূহ, আর্থিক স্থিতির সারসংক্ষেপসহ, এই শিল্পখাতের অগ্রগতির জন্য ভবিষ্যতে যে ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে সব বিষয়ে আলোকপাত করেন।

বিগত ৫ বছর যাবৎ, ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাত প্রায় ১১% গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (এএজিআর) অর্জন করেছে। কিন্তু, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই শিল্পখাতের বার্ষিক রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি প্রায় ১০.৭% হ্রাস পায়। ধারণা করা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের রপ্তানি বাজার ইউরোপ, কানাডা, সউদার্ন হ্যামস্পায়ার এবং ফারইস্ট অঞ্চলে বিস্তৃত হলেও এই জটিল অবস্থার অন্যতম কারন সাভারের চামড়া শিল্পাঞ্চলের পরিবেশগত নন-কমপ্লাইন্ট অবস্থা, এর ফলে অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ তার প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাচ্ছে।

এ সকল বিষয়গুলো বিবেচনা করে, এলএফএমইএবি-এর প্রেসিডেন্ট, এলএফএমইএবি-এর পক্ষ থেকে গৃহীত "বিয়ন্ড কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভ" তুলে ধরেন। "বিয়ন্ড কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভ"-এর আওতায় বছরব্যাপী এই শিল্পখাতে এলএফএমইএবি-এর সদস্যভুক্ত ৬৭ টি কারখানার প্রায় ৩৩,১৪৪ জন শ্রমিকের যক্ষা নির্ণায়ক কফ পরীক্ষা করা হয়, ১৪ টি কারখানার প্রায় ১০,১১৩ জন শ্রমিকের দৃষ্টি শক্তির সক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়, এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬ টি কারখানার প্রায় ৯,৪১৪ জন নারী শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান ও স্যানেটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। এছাড়াও, এলএফএমইএবি কর্তৃপক্ষ মধ্যপ্রাচ্য থেকে নির্যাতনের স্বীকার হয়ে আগত ২২ জন নারী গৃহকর্মীর প্রত্যেককে ১ লাখ টাকা করে মোট ২২ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেন।

এলএফএমইএবি-এর প্রেসিডেন্ট বর্তমান বৈশ্বিক মোট চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের বাজারের আকার ২৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বলে উল্লেখ করেন এবং এই শিল্প খাতে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বেঞ্চমার্কিং স্টাডি ২০১৭ এর রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেন যে, "মেইড ইন বাংলাদেশ" এশীয় অন্যান্য দেশের তুলনায় পণ্যের মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। চায়না এই শিল্পখাতের ইউরোপিয়ান বাজারে একটি বিশাল অংশ দখল করে আছে, যা সম্প্রতি নানা কারণে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও, জাপান "চায়না প্লাস ওয়ান স্ট্রাটিজি"-এর আওতায় জাপানিজ বাজারে চায়না থেকে অতিরিক্ত পণ্য সোর্সিং-এর পরিবর্তে পণ্য সোর্সিং-এ বৈচিত্র্যতা আনয়নের পরিকল্পনা করেছে। এই শুন্যস্থান পূরণে এবং বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানি সমৃদ্ধ করণে বাংলাদেশের চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, শ্রমিকের মজুরী এবং সহজ প্রাপ্যতা এখানে একটি বড় সুবিধা হলেও, অন্যান্য অনেকগুলো বিষয়ে ক্রমান্বয়ে নজর দিতে হবে। ফলে, তিনি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, টেকনিক্যাল নো-হাউ ও মার্কেট এক্সেস ইত্যাদি বিষয়গুলো উন্নত করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। এই খাতের অপার সম্ভাবনা বিবেচনা করে, বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কোয়ালিটি ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে এলএফএমইএবি-এর প্রেসিডেন্ট সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, কৌশলগত ভাবে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি ও সমষ্টিগত ভাবে ব্র্যান্ড মার্কেটিং বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালাতে হবে।

জনাব মোহাম্মাদ সায়ফুল ইসলাম রপ্তানিবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন ও "চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা" শিল্পখাতকে ২০১৭ সালের জন্য "প্রোডাক্ট অফ দি ইয়ার" বা "বর্ষ পণ্য" ঘোষণা করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও, এলএফএমইএবি-এর প্রেসিডেন্ট আগামী ২২-২৪ নভেম্বর ২০১৮ইং তারিখে, বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেশন সেন্টার, ঢাকায় "বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার এন্ড লেদারগুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো (ব্লিস)"-এর দ্বিতীয় পর্ব "ব্লিস-২০১৮" প্রদর্শনীর ব্যাপারে সকলকে অবহিত করেন। আগামী ২২ নভেম্বর ২০১৮ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধনী ঘোষণা করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ৩ দিন ব্যাপী প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হবে ঢাকাস্থ বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেশন সেন্টারে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এর মাধ্যমে এই শিল্পখাতের অগ্রযাত্রা আরও তরান্বিত হবে। এই শিল্পখাতের সঠিক বিকাশের জন্য এলএফএমইএবি-এর প্রেসিডেন্ট অবকাঠামোগত ও সমুদ্র বন্দরের লিডটাইম হ্রাসসহ বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করেন, যেমন বাংলাদেশের "এজ অফ ডুইং বিজনেস" উন্নয়নের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন যাতে করে বাংলাদেশ ২০১৯ সালের "এজ অফ ডুইং বিজনেস"-এর ইনডেক্সে কয়েকধাপ উন্নীত হতে পারে। এছাড়া, এই শিল্পখাত বিদ্যমান পরিবেশগত কমপ্ল্যায়েন্স ও কাস্টমসের নানা হয়রানিসহ নানাবিধ সমস্যার সন্মুখীন হচ্ছে। এসব সমস্যার প্রতিকার না হলে এই শিল্পখাত থেকে সরকারের ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা হুমকির সন্মুখীন হবে বলে মনে করেন।

পরিশেষে, এলএফএমইএবি-এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এছাড়াও, তিনি এলএফএমইএবি-এর ১৯টি নতুন সদস্য কোম্পানিকে স্বাগত জানান।

ধন্যবাদান্তে,

কাজী রওশন আরা
নির্বাহী পরিচালক